# আবৃত্তি প্রতিযোগিতার নিয়মাবলী

## I- বিভাগ এবং বিষয়বস্তু

১) আবৃত্তি প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারিবৃন্দ বয়স ও শ্রেণি অনুযায়ী নিম্নলিখিত বিভাগে অংশগ্রহণ করবেন–

বিভাগ ক -- ৯ বছর পর্যন্ত বা চতুর্থ শ্রেণি পর্যন্ত
বিভাগ খ -- ৯+ থেকে ১৫ বছর পর্যন্ত বা পঞ্চম থেকে দশম শ্রেণি পর্যন্ত
বিভাগ গ -- ১৫+ থেকে ২৫ বছর পর্যন্ত

২) আবৃত্তির জন্য নির্বাচিত কবিতা

**(আবৃত্তির জন্য কবিতাগুলি এই নির্দেশিকার শেষে যুক্ত করা হয়েছে)**

বিভাগ ক - আলোর দিশারী স্বামী বিবেকানন্দ – কবি ভবানীপ্রসাদ মজুমদার
বিভাগ খ - ধৈর্য ধরো কিছুকাল হে বীর হৃদয় – স্বামী বিবেকানন্দ
বিভাগ গ - মৃত্যুরূপা মাতা– স্বামী বিবেকানন্দ

৩) প্রতিযোগিতায় বালক–বালিকা উভয়েই অংশ গ্রহণ করতে পারবেন। সকল প্রতিযোগীই তাদের রেকর্ড করা আবৃত্তি জমা দিলে নিরীক্ষার পর ই মেইল–এ একটি যোগদান বিষয়ক শংসাপত্র লাভ করবেন।

## II- নাম নিবন্ধন করণ

৪) আগ্রহী অংশগ্রহণকারীগণ ২০টাকা প্রবেশ মূল্য দিয়ে তাদের নাম নথিভুক্ত করবেন । প্রবেশ মূল্য প্রদান করা হলে সেটি ফেরতযোগ্য নয়। প্রবেশ মূল্য নিম্নলিখিত পোর্টালের মাধ্যমে প্রদান করবেন:
https://vivekanandahomeslc.org/rea/competitions/competitions.php

৫) প্রবেশ মূল্য প্রদানের পর নিশ্চিত করুন যে আপনি প্রবেশ মূল্যের জন্য রামকৃষ্ণ মিশন থেকে রসিদ পেয়েছেন। যদি রসিদ না পান তাহলে আপনার নিবন্ধন প্রক্রিয়া সফল হয় নি বুঝতে হবে।

৬) ৭০০৩২ ০৬৮২৫– এই নম্বরে প্রয়োজনে আপনি শুধুমাত্র বার্তা পাঠিয়ে যোগাযোগ করতে পারেন (WhatsApp Message only)

৭) নাম নিবন্ধনের শেষ দিন– ৩১ জুলাই ২০২৪। এই দিনের পরে একটি হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ তৈরি করা হবে।

## III- অন লাইন আবৃত্তি ও নিরীক্ষণ

৮) অনলাইন প্রতিযোগিতা পর্বের জন্য হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে একটি গুগল ফর্ম দেওয়া হবে। আপনাকে গুগল ফর্মটি পূরণ করতে হবে এবং আপনার আবৃত্তিটির অডিও উপস্থাপনাগুলি (ফাইলের সর্বাধিক আকার 10MB) আপলোড করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে গুগল ফর্মে। Audio এর নাম "প্রতিযোগীর নাম + ফোন নম্বর" হতে হবে। অর্থাৎ কোন প্রতিযোগীর নাম যদি "Motilal Biswas" হয় এবং ফোন নম্বর "1234567890" হয় তাহলে Audio টির নাম হবে "Motilal_1234567890"। অন লাইনে আবৃত্তির অডিও পাঠানোর শেষ তারিখ ১০ই আগষ্ট, ২০২৪ ।

৯) চূড়ান্ত পর্বের জন্য নির্বাচিত প্রতিযোগিদের নামের তালিকা ৩১শে আগস্ট ২০২৪ এর মধ্যে সম্পন্ন হবে। প্রতিটি বিভাগ থেকে ২০ জন প্রতিযোগিকে অফ-লাইন প্রতিযোগিতার জন্য বাছাই করা হবে। অন-লাইন পর্ব থেকে বাছাই করা প্রতিযোগিদের নামের তালিকা এবং অফ-লাইন প্রতিযোগিতার সঠিক সময়-সারণী হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে পোস্ট করা হবে।

## IV- অফ-লাইন প্রতিযোগিতা এবং পুরস্কার

১০) অফ-লাইন প্রতিযোগিতায় আবৃত্তি মুখস্থ করে বলতে হবে।

১১) চূড়ান্ত পর্যায়ে অফ-লাইনে প্রতিযোগিতাটি অনুষ্ঠিত হবে– ৮ সেপ্টেম্বর ২০২৪ তারিখে (আনুমানিক দুপুর ১.৩০) । চূড়ান্ত পর্যায়ের জন্য নির্বাচিত প্রতিযোগীদের ঐ দিন রামকৃষ্ণ মিশন স্বামী বিবেকানন্দের পৈতৃক আবাস ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্রে সশরীরে এসে উপস্থিত হতে হবে। পুরস্কার বিতরণের সময় আনুমানিক বিকাল ৪টা। এই পুরস্কারগুলি অফ-লাইন প্রতিযোগিতার মানের নিরিখে মূল্যায়ন হবে। অনুগ্রহ করে সেই অনুযায়ী প্রস্তুতি নিয়ে আসুন।

১২) পুরস্কারের বিবরণঃ
অফ লাইন প্রতিযোগিতার জন্য নির্বাচিত সকল প্রতিযোগীদের সাধারণ পুস্তক ও ফটো উপহার দেওয়া হবে।
প্রতিযোগিতায় প্রতিটি বিভাগের প্রথম স্থানাধিকারীকে - ৩০০০/- (তিন হাজার) টাকা ও শংসাপত্র দেওয়া হবে
প্রতিযোগিতায় প্রতিটি বিভাগের দ্বিতীয় স্থানাধিকারীকে - ২০০০/- (দুই হাজার) টাকা ও শংসাপত্র দেওয়া হবে

প্রতিযোগিতায় প্রতিটি বিভাগের তৃতীয় স্থানাধিকারীকে - ১০০০/-(এক হাজার) টাকা ও শংসাপত্র দেওয়া হবে
প্রতিযোগিতায় প্রতিটি বিভাগের বিশেষ পুরস্কার (১)- ৫০০/- ( পাঁচশত) টাকা ও শংসাপত্র দেওয়া হবে
প্রতিযোগিতায় প্রতিটি বিভাগের বিশেষ পুরস্কার (২)- ৫০০/- ( পাঁচশত) টাকা ও শংসাপত্র দেওয়া হবে

১৩) অফ–লাইন ও অন–লাইন প্রতিযোগিতায় যে কোনো রকমের অসদুপায় গ্রহণ করলে তা কঠোরভাবে দেখা হবে এবং প্রতিযোগীকে বহিষ্কার পর্যন্ত করা হতে পারে।

১৪) যাতায়াতের খরচ বা অন্য কোনো ব্যয় নির্বাহের কোনো দায় কর্তৃপক্ষের নেই।

১৫) যে কোনো বিষয়ে কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত।

## V- গুরুত্বপূর্ণ তারিখগুলো

রেজিস্ট্রেশনের শেষ তারিখ ৩১ জুলাই ২০২৪
অনলাইন অডিও জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ১০ আগস্ট ২০২৪
অনলাইন পর্বের বাছাই প্রতিযোগিদের নাম ঘোষণা ৩১ আগস্ট ২০২৪
অফ-লাইন প্রতিযোগিতা এবং পুরস্কার বিতরণ ৮ সেপ্টেম্বর ২০২৪

## আবৃত্তির জন্য কবিতাগুলি

### বিভাগ ক – আলোর দিশারী স্বামী বিবেকানন্দ কবি– ভবানীপ্রসাদ মজুমদার

তুমি বলেছিলে, জীবে প্রেম করে যেইজন
সেই জন সেবিছে ঈশ্বর,
কাউকে বলোনি, তোরা নীচু জাত
যা-যা দূরে যা, ইস্ সর্ ।
তুমি বলেছিলে, অজ্ঞ-মুচি-মেথর
তোমার রক্ত, তোমার ভাই,
তাই আজি এই বিপদে সবাই
তোমার প্রেমের স্পর্শ পাই ।
তুমি বলেছিলে, আলো নিয়ে এসো
সকলের কাছে আলো নিয়ে চলো,
আলোর দিশারী, বলো আজো কেন
তোমার দু'চোখ দেখি ছলোছলো?
তুমি বলেছিলে, টাকাতে কিছুই হয় না
নামেও না, যশেও নয়,
বিদ্যাতেও কিছু হয় না, শুধু
ভালোবাসাতে সবই হয় ।
তুমি বলেছিলে, সত্যের জয় হবেই হবে
আজ হোক কিংবা কাল হোক,
সত্য-ধর্ম-পবিত্রতা অবিনশ্বর
তার আলো ঠিক পাবেই লোক ।
তুমি বলেছিলে, তোমরা সবাই পড়েছো
মাতৃদেবো ভব, পিতৃদেবো ভব,
আমি বলি, দরিদ্রদেবো ভব, মূর্খদেবো ভব,
এদেরকেই দেবতা মেনে ধন্য হবো।

### বিভাগ খ- ধৈর্য ধরো কিছুকাল হে বীর হৃদয়– স্বামী বিবেকানন্দ

সূর্য যদি মেঘাচ্ছন্ন হয় কিছুক্ষণ
যদি বা আকাশ হের বিষণ্ণ গম্ভীর,
ধৈর্য ধর কিছুকাল হে বীর হৃদয়,

জয় তব জেনো সুনিশ্চয়।
শীত যায়, গ্রীষ্ম আসে তার পাছে পাছে,
ঢেউ পড়ে, ওঠে পুন তারি সাথে সাথে,
আলো ছায়া আগাইয়া দেয় পরস্পরে;
হও তবে ধীর, স্থির, বীর।
জীবনকর্তব্য-ধর্ম বড় তিক্ত জানি,
জীবনের সুখচয় বৃথা ও চঞ্চল,
লক্ষ্য আজ বহুদূরে ছায়ায় মলিন;
তবু চল অন্ধকারে হে বীর হৃদয়,
সবটুকু শক্তি সাথে লয়ে।
কর্ম নষ্ট নাহি হবে, কোন চেষ্টা হবে না বিফল,
আশা হোক উন্মূলিত, শক্তি অস্তমিত,
কটিদেশ হ'তে তব জনমিবে উত্তরপুরুষ,
ধৈর্য ধর কিছুকাল হে বীর হৃদয়
কল্যাণের নাহিক' বিলয়।
জ্ঞানী গুণী মুষ্টিমেয় জীবনের পথে
তবুও তাঁরাই হেথা হন কর্ণধার,
জনগণ তাঁহাদের বোঝে বহু পরে;
চাহিও না কারো পানে, ধীরে লয়ে চল।
সাথে তব ক্রান্তদর্শী দূরদর্শী যাঁরা,
সাথে তব ভগবান্ সর্বশক্তিমান্,
আশিস্ ঝরিয়া পড়ে তব শিরে—তুমি মহাপ্রাণ—
সত্য হোক, শিব হোক সকলি তোমার।

## বিভাগ গ- মৃত্যুরূপা মাতা– স্বামী বিবেকানন্দ

নিঃশেষে নিভেছে তারাদল, মেঘ এসে আবরিছে মেঘে,
স্পন্দিত ধ্বনিত অন্ধকার, গরজিছে ঘূর্ণ-বায়ুবেগে!
লক্ষ লক্ষ উন্মাদ পরাণ, বহির্গত বন্দীশালা হ'তে,
মহাবৃক্ষ সমূলে উপাড়ি' ফুৎকারে উড়ায়ে চলে পথে!
সমুদ্র সংগ্রামে দিল হানা, উঠে ঢেউ গিরিচূড়া জিনি'
নভস্তল পরশিতে চায়! ঘোররূপা হাসিছে দামিনী,
প্রকাশিছে দিকে দিকে তার মৃত্যুর কালিমা মাখা গায়।

লক্ষ লক্ষ ছায়ার শরীর! দুঃখরাশি জগতে ছড়ায়,
নাচে তারা উন্মাদ তাণ্ডবে; মৃত্যুরূপা মা আমার আয়!

করালি! করাল তোর নাম, মৃত্যু তোর নিঃশ্বাসে প্রশ্বাসে
তোর ভীম চরণ-নিক্ষেপ প্রতিপদে ব্রহ্মাণ্ড বিনাশে!
কালি, তুই প্রলয়রূপিণী, আয় মা গো আয় মোর পাশে।

সাহসে যে দুঃখ দৈন্য চায়, মৃত্যুরে যে বাঁধে বাহুপাশে,
কাল-নৃত্য করে উপভোগ, মাতৃরূপা তারি কাছে আসে।